



41957 - হজ্ব ফরজ হওয়ার শর্তাবলী

প্রশ্ন

হজ্ব ফরজ হওয়ার শর্ত কী কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলমেগণ হজ্ব ফরজ হওয়ার শর্তগুলো উল্লেখ করেছেন। কোন ব্যক্তির মধ্যে এ শর্তগুলো পাওয়া গেলে তার উপর হজ্ব ফরজ হবে; আর পাওয়া না গেলে হজ্ব ফরজ হবে না। এমন শর্ত- পাঁচটি। সেগুলো হচ্ছে- ইসলাম, আকল (বুদ্ধিমিত্তা), বালগে হওয়া, স্বাধীন হওয়া, সামর্থ্য থাকা।

১. ইসলাম: এটি যে কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে শর্ত। যেহেতু কাফরের কোন ইবাদত শুদ্ধ নয়। দলিল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী: “তাদের অর্থব্যয়কবুলনা হওয়ার এছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পরতকিফরে (অবিশ্বাসী)।” [সূরা তওবা, আয়াত: ৫৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মুআয (রাঃ) কে ইয়মেনে পাঠানো সংক্রান্ত হাদিসে এসেছে- “তুমি আহলে কতিব সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। তাদেরকে তুমি ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এই কালমোতে সাক্ষ্য দাও এবং আমি যে আল্লাহর রাসূল এই সাক্ষ্য দায়ের প্রতি আহ্বান জানাবো। যদি তারা তা মনে নিয়ে তখন তাদেরকে জানাবে আল্লাহ তাদের উপরে দাবানশি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করছেন। যদি তারা তা মনে নিয়ে তবে তাদেরকে জানাবে আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরজ করছেন। তাদের মধ্যে যারা ধনী তাদের থেকে যাকাত আদায় করা হবে এবং গরীবদের মধ্যে তা বতিরণ করা হবে।” [সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম] অতএব, কাফরকে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত দেওয়া হবে। ইসলাম গ্রহণ করার পর আমরা তাকে নামায, যাকাত, রোজা, হজ্ব ও ইসলামের অন্যান্য বধিবিধান আদায় করার নরিদশে দাবি।

২ ও ৩. আকলবান ও বালগে হওয়া: দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তিনি শ্রমের লোকের উপর থেকে (শরয়ি দায়িত্বের) কলম তুলে নিয়েছে। ঘুমন্ত ব্যক্তি; সজাগ না হওয়া পর্যন্ত। শিশুর স্বপ্নদোষ না হওয়া পর্যন্ত। পাগল; তার হুঁশ ফিরে আসা পর্যন্ত।” [সুনানে আবু দাউদ (৪৪০৩), শাইখ আলবানী সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়তি করেছেন] অতএব, শিশুর উপরে হজ্ব নেই। তবে শিশুর অভিব্যক্তি যদি তাকে নিয়ে হজ্ব আদায় করে তাহলে তার হজ্ব শুদ্ধ হবে। সশিয়মেন সওয়াব পাবে তমেনি তার অভিব্যক্তিও সওয়াব পাবে। হাদিসে এসেছে- এক

মহলিা একটী শিশুকী উপরী তুলী ধরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লামকী জিজ্ঞাসী করলনী: এর জন্য কী হজ্ব আছে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লাম বললনী: হ্যাঁ। আপনও প্রতদিন পাবনী।”[সহী মুসলমী] ৪. স্বাধীন হওয়া: অতএব, ক্রীতদাসরী উপর হজ্ব নহী। যহেতু ক্রীতদাস তার মনবীরী অধিকার আদায়ী ব্যস্ত। ৫. সামর্থ্য থাকা: আল্লাহ তাআলা বলনী: “এ ঘররী হজ্ব করা হলী মানুষরী উপর আল্লাহর প্রাপ্য; যী লোকরী সামর্থ্য রয়ছে এ পর্যন্ত পটীছার।” [সূরা আলী ইমরান, আয়াত: ৯৭] আয়াতী কারীমাতী উল্লখিতী সামর্থ্য শারীরকী সামর্থ্য ও আর্থকী সামর্থ্য উভয়টাকী অন্তর্ভুক্ত করী। শারীরকী সামর্থ্য বলতী বুঝায় শরীর সুস্থ হওয়া এবং বায়তুল্লাহ পর্যন্ত সফররী কষ্ট সইতী সক্ষম হওয়া। আর আর্থকী সামর্থ্য বলতী বুঝায় বায়তুল্লাহতী আসা-যাওয়া করার মত অর্থরী মালকী হওয়া। স্থায়ী কমটী বলনী (১১/৩০)

হজ্বরী সামর্থ্য হলী- ব্যক্তি শারীরকীভাবে সুস্থ হওয়া এবং বায়তুল্লাহতী পটীছার মত যানবাহন যমেন- বমীন, গাড়ী, সওয়ারী ইত্যাদরী মালকী হওয়া অথবা এগুলোতী চড়ার মত ভাড়ার অধিকারী হওয়া এবং যাদরী ভরণপোষণ দয়ী ফরজ তাদরী খরচ পুষয়ী হজ্বতী আসা-যাওয়া করার মত সম্পত্তরী মালকী হওয়া। নারীর ক্ষত্রে হজ্ব বা উমরার সফর সঙ্গী হিসীবী স্বামী বা মোহরমী কটী থাকা। এর সাথে আরও যী শর্তটী যোগ করা যায় সটী হচ্ছী- বায়তুল্লাহ শরফী পটীছার ব্যয় তার আবশ্যকীয় খরচ, শরয়ী আইনানুগ খরচ, ঋণ ইত্যাদরী অতিরিক্ত হওয়া। ঋণ বলতী বুঝাবী আল্লাহ তাআলার প্রাপ্য অধিকার যমেন- কাফফারাসমূহ অথবা মানুষরী পাওনা। যী ব্যক্তরী ঋণ রয়ছে। যদি তার সম্পত্তী ঋণ পরিশোধ ও হজ্ব আদায় উভয় কাজরী জন্য যথেষ্ট না হয় তাহলী সী ব্যক্তি প্রথমতী ঋণ আদায় করবী; তার উপর হজ্ব ফরজ হবী না। কিছু লোকরী ধারণা হলী- হজ্ব ফরজ না হওয়ার কারণ হচ্ছীঋণদাতা অনুমতি নাদয়ী। ঋণদাতার কাছে অনুমতি চাইলী তনযিদী হজ্ব করার অনুমতি দনী তাহলী হজ্ব করতী কোন দোষ নহী। এই ধারণা নতিন্ত অমূলক। বরং হজ্ব ফরজ না হওয়ার কারণ হচ্ছী- ব্যক্তরী দায়তীবী এ ঋণ থকী যাওয়া। এ কথা সুবদিতী যী, ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতাকী হজ্ব করার অনুমতি দয়ী তদুপরী ঋণরী দায়তীবী ততী ঋণগ্রহীতার উপর থকী যাবী। এই অনুমতরী মাধ্যমতী ততী ঋণরী দায়তীবী মুক্ত হবী না। এ কারণতী ঋণগ্রস্ত ব্যক্তকী বলা হবী- তুমী আগতী ঋণ পরিশোধ কর। এরপর ততীমার কাছে হজ্ব আদায় করার মত সম্পদ অবশিষ্ট থাকলী হজ্ব করবী; নচতী ততীমার উপর হজ্ব ফরজ নয়। যী ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ আদায় করতী গয়ী হজ্ব আদায় করতী পারনী, সী যদি মারা যায় তদুপরী সী আল্লাহর সাথে পরপূর্ণ দ্বীনদারনয়ী সাক্ষাত করতী পারবী; কসুরকারী বা অবহলীকারী হিসীবী নয়। কনেনা হজ্ব ততী তার উপর ফরজ-ই হয়নী। অস্বচ্ছল ব্যক্তরী উপর যাকাত যমেন ফরজ নয় তমেনী হজ্বও ফরজ নয়। আর যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ আদায়রী আগতী হজ্ব আদায় করী এবং ঋণ আদায়রী আগতী সী ব্যক্তি মারা যায় তাহলী সী ব্যক্তি বিপদ-সঙ্কুল অবস্থার মধ্যতী থাকবী। কারণ শহদীরী সকল গুনাহ মাফ করা হলীও ঋণ মাফ করা হয় না; অতএব শহদী ছাড়া অন্যদরী ক্ষত্রে ঋণরী (শাস্তী) কমন হতী পারী!!

শরয়ী আইনানুগ খরচ হচ্ছী- ইসলামী শরয়ী কর্তৃক অনুমোদিত খরচাদী। যমেন ইসরাফ (সাধারণ অপচয়) ও তাবযরী (হারাম কাজতী ব্যয়)ব্যতীতনজীরী খরচাদী, নজী পরিবাররী খরচাদী যদি কোন ব্যক্তি মধ্যবর্তিত শরণীর মানুষ হয়, কনিন্তু অন্যদরী



কাছে নজিরে ধনাঢ্যতা জাহির করার জন্য ও ধনীদরে সাথে পালা দায়ের জন্য দামী গাড়ী কনি এবং তার কাছে হজ্ব করার মত সামর্থ্য না থাকে তার উপর দামী গাড়ীটী বক্রি করে এর মূল্য দিয়ে হজ্ব করা ফরজ হবে এবং সে তার সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল মূল্যেরে অন্য একটা গাড়ী কনি নবি। কারণ এই দামী গাড়ী শরয়ি আইনানুগখরচেরে মধ্যে পড়বে না। বরঞ্চ এটা ইসরাফ (সাধারণ অপচয়) এর পর্যায়ে পড়বে যা ইসলামী শরয়িতে নষিদিধ। খরচেরে ক্ষতেরে ধর্তব্য হলো- হজ্ব থেকে ফরি আসা পর্যন্ত তার নজিরে ও পরিবার-পরজিনেরে খরচ পোষানোর মত সামর্থ্য থাকা এবং ফরি আসার পর তার নজিরে ও নজি পরিবারেরে খরচ চালানোর মত সামর্থ্য থাকা যমেন- বাসা ভাড়া, বতেন বা ব্যবসা ইত্যাদি ঠিকি থাকা। তাই যে ব্যবসার লাভ থেকে ব্যক্তি নজিরে ও তার পরিবারেরে খরচ চালায় সে ব্যবসার মূলধনভঙ্গে হজ্ব করা ফরজ নয়; যদি ব্যবসার মূলধন কমে গেলে যে লাভ পাওয়া যাবে সে লাভ তার নজিরে খরচ ও পরিবারেরে খরচেরে জন্য যথেষ্ট না হয়। স্থায়ী কমটিকি (১১/৩৬) এমন এক ব্যক্তিসম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছে- যে ব্যক্তির ইসলামী ব্যাংকে কিছু অর্থ রয়েছে। তার মাসিক বতেন ও সে অর্থেরে লাভ মলি তার খরচ কোনমতে চলে যায়। এ ব্যক্তির উপর মূলধন ভঙ্গে হজ্ব আদায় করা কি ফরজ, উল্লেখ্য এতে করে তার মাসিক আয়ের উপর নতেবিচক প্রভাব পড়বে এবং আর্থিকভাবে সে সংকটে থাকবে? তাঁরাজবাবে বলনে: প্রশ্নে যে অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে প্রক্ষেপিতে শরয়ি আইনানুগ সামর্থ্য না থাকায় আপন হজ্ব আদায়েরে জন্য মুকাল্লাফ (শরয়ি দায়িত্বপ্রাপ্ত) নন। আল্লাহ তাআলা বলনে: “এ ঘরেরে হজ্ব করা হলো মানুষেরে উপর আল্লাহর প্রাপ্য; যে লোকেরে সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পটৌছার।” [সূরা আল ইমরান, আয়াত: ৯৭] তিনি আরো বলনে: “আল্লাহ দ্বীন পালনে তোমাদেরে উপর কাঠনিয় আরোপ করনেনি।” [সূরা হজ্ব, আয়াত: ৭৮] সমাপ্ত মটৌলকি প্রয়োজন কোনগুলো: মানুষেরে জীবন ধারণেরে জন্য যে জিনিশগুলো একান্ত প্রয়োজন। যগুলো ছাড়া চলতে কষ্ট হয়। যমেন- কোন তালবি ইলমেরে কতিব-পুস্তক। আমরা বলব না যে, তুমি তোমার বই বক্রি করে হজ্ব আদায় কর। যেহেতু এটা তার প্রধান প্রয়োজনেরে মধ্যে পড়ে। অনুরূপভাবে প্রয়োজনীয় গাড়ীর ব্যাপারে আমরা বলব না যে, তুমি গাড়ীটী বক্রি করে হজ্ব কর। কিন্তু তার কাছে যদি দুটা গাড়ী থাকে অথচ তার প্রয়োজন একটারি সে ক্ষতেরে একটা গাড়ী বক্রি করে এর মূল্য দিয়ে হজ্ব আদায় করা তার উপর ফরজ হবে। অনুরূপভাবে কোন শলিপনরিভর পশোয় নিয়োজতি ব্যক্তিকি বলা হবে না যে, তুমি তোমার যন্ত্রপাতী বক্রি করে এর মূল্য দিয়ে হজ্ব চলে যাও। কারণ তার এগুলোর প্রয়োজন রয়েছে। অনুরূপভাবে যে গাড়ীটিকি কটে ভাড়া গাড়ী হিসেবে ব্যবহার করে এবং এর ভাড়া থেকে উপার্জতি অর্থ দিয়ে নজিরে ও নজি পরিবারেরে খরচ চলে সে গাড়ীটী বক্রি করে হজ্ব আদায় করা ফরজ নয়। মটৌলকি প্রয়োজনেরে মধ্যে বয়িও পড়বে। যদি বয়িরে প্রয়োজন থাকে তাহলে হজ্বেরে উপর বয়িকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। অন্যথায় হজ্বকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। দখুন জবাব নং 27120। অতএব, হজ্বেরে আর্থিক সামর্থ্য বলতে বুঝাবে ঋণ পরিশোধ, আইনানুগ খরচ ও মটৌলকি প্রয়োজন মটৌলকি পর হজ্ব করার মত সম্পদ থাকা। সুতরাং যে ব্যক্তি শারীরিকভাবে ও আর্থিকভাবে হজ্ব করার সামর্থ্য রাখে অনতবিলিম্বে হজ্ব আদায় করা তার উপর ফরজ। আর যে ব্যক্তি শারীরিকভাবে ও আর্থিকভাবে অক্ষম অথবা শারীরিকভাবে সক্ষম কিন্তু নিঃসম্পদ গরীব তার উপর হজ্ব ফরজ নয়। আর যে ব্যক্তি আর্থিকভাবে সক্ষম; কিন্তু শারীরিকভাবে অক্ষম তার বিষয়টা আরো বিস্তারতি ব্যাখ্যাসাপক্ষে: যদি তার অক্ষমতা দূরীভূত হওয়ার মত হয়(যমেন এমন রোগে যে রোগে ভাল হওয়ার



সম্ভাবনা আছে) তাহলে সে ব্যক্তিসুস্থতার জন্য অপেক্ষা করবে। সুস্থ হওয়ার পর হজ্ব আদায় করবে। আর যদি তার অক্ষমতা দূরীভূত হওয়ার আশা না থাকে (যেমন ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগী অথবা বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি; যার হজ্ব করার মত শক্তি নাই) এমন ব্যক্তির উপর প্রতিনিধি মাধ্যমে হজ্ব আদায় করা ফরজ। শারীরিক অক্ষমতা সত্ত্বেও আর্থিক সামর্থ্য থাকায় এ ব্যক্তি হজ্বের দায়িত্ব থেকে রহেই পাবেন না। দলিল হুছাইমাম বুখারী কর্তৃক হাদিস বর্ণিত আছে যে, এক নারী বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার পতি অতি বৃদ্ধ, সওয়ারীর উপর বসে থাকতে পারেন না। তাঁর উপর হজ্ব ফরজ হয়েছে। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করতে পারব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হ্যাঁ।” সে নারী যবে বলছেন, “তার পতির উপর হজ্ব ফরজ হয়েছে” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে নারীর এ কথাতে সম্মতদিয়েছেন; অথচ তার পতি শারীরিকভাবে অক্ষম। নারীর উপর হজ্ব ফরজ হওয়ার জন্য সঙ্গ হিসেবে কোন মৌহরমে পুরুষ থাকা শর্ত। কোন পুরুষ মৌহরমে ছাড়া ফরজ হোক নফল হোক হজ্ব আদায় করার জন্য কোন নারীর সফর করা জায়যে নয়। দলিল হুছাই- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “কোন নারী মৌহরমে পুরুষের সঙ্গ ছাড়া সফর করবে না।” [সহি বুখারী (১৮৬২) ও সহি মুসলিম (১৩৪১)] মৌহরমে পুরুষ: স্বামী অথবা এমন কোন পুরুষ যার সাথে বিবাহ-বন্ধন চরিতরে হারাম ঔরসজাত কারণে অথবা দুগ্ধপানের কারণে অথবা বৈবাহিক আত্মীয়তার কারণে। বনের স্বামী (দুলাভাই), খালার স্বামী (খালু), ফুফুর স্বামী (ফুফা) মৌহরমে নয়। কিছু কিছু নারী এ ব্যাপারে শিথিলতা করে বোন ও বোন জামাই এর সাথে সফর করেন অথবা খালা-খালুর সাথে সফর করেন- এটি হারাম। যহেতে বোন জামাই বা খালু মৌহরমে নয়। তাই এদের সাথে সফর করা জায়যে নয় এবং এভাবে হজ্ব করলে হজ্ব মাবরুর না হওয়ার আশংকা অধিক। কারণ মাবরুর হজ্ব হুছাই- যবে হজ্বের মধ্যে কোন পাপ সংঘটিত হয় না। এই নারী তার গোট সফরই গুনাত লিপ্ত।

মৌহরমে এর ক্ষেত্রে শর্ত হুছাই- তাকে আকলবান ও সাবালক হতে হবে। কারণ মৌহরমে থাকার উদ্দেশ্য হুছাই- মৌহরমে ব্যক্তি যেন নারীকে হফেযত করতে পারে। শিশু ও পাগলের পক্ষে তো তা সম্ভব নয়। অতএব, কোন নারী যদি মৌহরমে না পান অথবা মৌহরমে পাওয়া গেলেও সে মৌহরমে যদি তাকে নিয়ে সফরে যতে অস্বীকৃত জানায় তাহলে সে নারীর উপর হজ্ব ফরজ হবে না। হজ্ব ফরজ হওয়ার জন্য স্বামীর অনুমতি গ্রহণ শর্ত নয়। বরং স্বামী অনুমতি না দিলেও যদি হজ্ব ফরজ হওয়ার শর্তগুলো পাওয়া যায় তাহলে তার উপর হজ্ব ফরজ হবে।

স্থায়ী কমটির আলমেগণ বলনে (১১/২০):

সামর্থ্যের শর্তগুলো পূর্ণ হলে হজ্ব ফরজ। এ শর্তগুলোর মধ্যে স্বামীর অনুমতি গ্রহণ নাই। স্ত্রীকে হজ্ব যতে বাধা দয়ো স্বামীর জন্য জায়যে নয়। বরং স্ত্রীকে এই ফরজ ইবাদত আদায়ে সহযোগিতা করা শরিয়তের বধিান। সমাপ্ত।

অবশ্য এটি ফরজ হজ্বের প্রসঙ্গে। নফল হজ্বের ব্যাপারে ইবনুল মুনযির ‘ইজমা’ বর্ণনা করছেন যে, স্বামীর অধিকার রয়েছে নফল হজ্ব থেকে স্ত্রীকে বাধা দয়োর। যহেতে স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার পূর্ণ করা ফরজ। সুতরাং অন্য কোন ফরজ আমল ছাড়া এই অধিকার হতে তাকে বঞ্ছতি করা যাবে না। [মুগনী (৫/৩৫)]



দখোন: আল-শারহুল মুমতী (৭/৫-২৮)